আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ১৯, ২য় সপ্তাহ, মে ২০২০

সূচী

করোনা মহামারির মধ্যেও থেমে নেই ইসরায়েলী আগ্রাসন, হত্যাসহ গ্রেফতার ১৩ ফিলিস্তিনি	০১
উইঘুর মুসলিমদের মদ খাইয়ে সিয়াম ভাঙতে বাধ্য করছে জালিম চীন সরকার	০১
অসহায়ভাবে সাগরে ভাসছেন শত শত রোহিঙ্গা মুসলিম, মুক্তিকামীদের হামলায় আহত মিয়ানমার সন্ত্রাসী বাহিনীর দুই	০২
বিশ্বের দীর্ঘতম লকডাউনে দুর্বিষহ কাশ্মিরীদের জীবন, রক্তের বদলা নিতে শুরু করেছেন মুক্তিকামীরা	০৩
বিগত ৫ বছরে তাগুত সৌদি জোটের হামলায় মানবিক বিপর্যয়ের মুখে ইয়ামান, নিহত প্রায় ২ লাখ মানুষ।	০৪
হিন্দুদের ১৮১২টি মন্দির সংস্কার প্রকল্প অনুমোদন দিলো তাগুত আওয়ামী সরকার, ব্যয় কয়েকশ কোটি টাকা।	০৫
সিরিয়ায় জিন্দিক শিয়াদের আগ্রাসন অব্যাহত, বোমা হামলায় নিহত ৪৭ বেসামরিক মুসলিম	০৫
খোরাসানে ইসলামি ইমারত মুজাহিদিনের হামলায় নিহত ৪৮ সন্ত্রাসী সেনা, মুক্তি পেলো ৯৮ তালিবান মুজাহিদ	০৬
খোরাসানে ইসলামি ইমারত মুজাহিদিনের হামলায় নিহত ৪৮ সন্ত্রাসী সেনা, মুক্তি পেলো ৯৮ তালিবান মুজাহিদ	০৬

ফিলিস্তিন

করোনা মহামারির মধ্যেও থেমে নেই ইসরায়েলী আগ্রাসন, হত্যাসহ গ্রেফতার ১৩ ফিলিস্তিনি

রমজান ও করোনার মাঝেই ফিলিস্তিনের গাজায় উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে ইহুদিবাদী ইসরায়েলী বাহিনী হামলা চালিয়েছে ফিলিস্তিনি নিরস্ত্র সাধারণ মুসলিমদের উপর। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার তিনটি অবস্থান লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়। এতে নিহত হয়েছেন এক ফিলিস্তিনি মুসলিম।

অন্যদিকে চলমান আগ্রাসনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন অজুহাতে নিরপরাধ ফিলিস্তিনি মুসলিমদের আটক করছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী বাহিনী। নতুন করে আটক করা হয়েছে ১৩ জন ফিলিস্তিনিকে। গত মঙ্গলবার ভোররাতে অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেম থেকে এই ১৩ জন ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের হানাদার বাহিনী চলতি বছরে পূর্ব জেরুজালেমের প্রায় ৬০০ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। এমনকি আটক থেকে রেহাই পাননি নারী ও শিশুরাও।

উইঘুর

উইঘুর মুসলিমদের মদ খাইয়ে সিয়াম ভাঙতে বাধ্য করছে জালিম চীন সরকার

চীনা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে উইঘুর মুসলিমরা সিয়াম রাখছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে মদ পানে বাধ্য করছে চীনা কর্তৃপক্ষ। গত ২৯ এপ্রিল বার্তা সংস্থা "ডোম" এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের উইঘুরে প্রায় ৩০ লাখ মুসলিম বন্দীশিবিরে আটক রয়েছেন। বন্দী এইসব উইঘুর মুসলিমদের সিয়াম পালনে বাধা দিচ্ছে চীন। সিয়াম ভাঙাতে দিনের বেলায় জোরপূর্বক মদ পান ও শুকরের মাংস খাওয়ানো হচ্ছে তাদেরকে।

উইঘুর বুলেটিনে কাজ করা মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট অ্যালিপ এরকিন জানান, কয়েক দশক ধরে উইঘুর মুসলিমদের উপর সিয়াম রাখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আসছে চীনা

কর্তৃপক্ষ।

বন্দী শিবিরে চীনা কর্তৃপক্ষ মুসলিমদেরকে ইসলাম ত্যাগ করে নাস্তিকতা ও চীনা সংস্কৃতি গ্রহণে বরাবরের মতোই বাধ্য করছে। ইসলাম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করলে দেয়া হচ্ছে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। আর বিপরীতে অস্বীকার করলে দেয়া হচ্ছে ভয়ংকরসব শাস্তি।

এছাড়াও চীনা হানারা উইঘুর নারীদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করাচ্ছে। মুসলিম মেয়েদেরকে নাস্তিক চাইনিজদের সাথে জোরপূর্বক বিয়েও দেওয়া হচ্ছে। এমনকি উইঘুর পুরুষদের কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রেখে তাদের স্ত্রী-কন্যাদের নিজেদের সাথে একই বিছানায় শুতে বাধ্য করছে বর্বর চাইনিজ সেনারা।

বন্দী নারীদের হাত-পা বেঁধে উঁচু চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়

বন্দী নারীদের হাত-পা বেঁধে উঁচু চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয় ইলেক্ট্রিক শক। এমন মারাত্মক ওষুধ খাওয়ানো হয় যার ফলে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হয়, এমনকি কোনো কোনো নারীর মাসিকও বন্ধ হয়ে যায়।

এই অমানবিক নির্যাতনের কারনে আব্দুর রহমান হাসান নামের এক ব্যবসায়ী চীন সরকারকে তার বৃদ্ধা মা ও ২২ বছর বয়সী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলার অনুরোধ পর্যন্ত করেন।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল এই তিন বছরে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ৩১টি মসজিদ ধ্বংস করেছে দেশটির প্রসাশন। এছাড়াও এই অঞ্চলের বেশ কিছু ইসলামী স্থাপনাও ধ্বংস করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা

অসহায়ভাবে সাগরে ভাসছেন শত শত রোহিঙ্গা মুসলিম, মুক্তিকামীদের হামলায় আহত মিয়ানমার সন্ত্রাসী বাহিনীর দুই অফিসার

বঙ্গোপসাগরে কাঠের নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। প্রায় আড়াই মাস ধরে সাগরে ভাসছেন নিজদেশ থেকে তাড়িত এই মুসলিমরা।
মালয়েশিয়ার পরে বাংলাদেশ সরকারও এসব নৌকা নিজ নিজ দেশের সীমান্তবর্তী তীরে ভিড়তে বাধা দিচ্ছে। যেসব অধিকার এক্টিভিস্ট গ্রুপ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের অবস্থানের উপর নজর রাখার চেষ্টা করছিলো, এই পর্যায়ে তারাও ভাসমান রোহিঙ্গাদের অবস্থান হারিয়ে ফেলেছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার অজুহাতে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশ মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশ কর্তৃক এসব শরণার্থীদের রিফিউজ করার ফলে আশ্রয়ের আর কোনো জায়গাই বাকি রইল না তাদের জন্য। সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান-পতনের সাথে সাথে পেন্ডুলামের মতোই দুলছে তাদের জীবন-মৃত্যুর সম্ভাবনা।

অন্যদিকে মুসলিম গনহত্যার প্রতিশোধ নেয়া ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কুফফার মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন একদল রোহিঙ্গা মুক্তিকামী। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি নামে এই মুসলিম বাহিনী অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। হামলা করছেন মানবতার শত্রু সন্ত্রাসী মিয়ানমার বাহিনীর উপর। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তারা রাখাইন রাজ্যের মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে টহলরত বাহিনীর ওপর এক সফল হামলা চালিয়েছেন। হামলায় এক ইন্সপেক্টরসহ গুরুতর আহত হয়েছে দুই পুলিশ সদস্য।

কাশ্মীর

বিশ্বের দীর্ঘতম লকডাউনে দুর্বিষহ কাশ্মিরীদের জীবন, রক্তের বদলা নিতে শুরু করেছেন মুক্তিকামীরা

গেলো বছরের আগস্টে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে অব্যাহত ছিলো লকডাউন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রায় ৬ মাস পর লকডাউন কিছুটা শিথিল করে দেয়া হয়ছে। কিন্তু চলমান করোনা-সংকটকে কেন্দ্রকরে পুনরায় লকডাউন করে রাখা হয়েছে ভারত অধিকৃত কাশ্মীর। নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার করতেও বের হতে দেয়া হচ্ছে না তাদেরকে। এমনকি জরুরি প্রয়োজনে ওষুধ কিনতে বের হলেও মুসলিমদের বেদম প্রহার করছে মালাউন বাহিনী।

অন্যদিকে মুসলিমদের রক্তের চরম বদলা নিতে শুরু করেছেন কাশ্মীরের সশস্ত্র মুক্তিকামীরা। চলমান সময়ে মুশরিক বাহিনীর উপর একের পর এক হামলাই এর প্রমাণ বহন করে।

এবার কাশ্মীরের প্রাদেশিক রাজধানী শ্রীনগরে মুজাহিদদের হামলায় কর্নেল ও এক মেজরসহ সর্বমোট ৭ ভারতীয় মুশরিক সৈন্য নিহত হয়েছে।

কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত দোসোরা এপ্রিল মুজাহিদদের উপর অপারেশন চালানোর চেষ্টা করে দখলদার উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সৈন্যরা। এসময় কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী ও মুজাহিদদের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের। এতে নিহত হয়েছে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর কর্নেল ও মেজরসহ আরো ৫ মুশরিক সৈন্য। আহত হয়েছে আরও কয়েকডজন।

এদিকে ভারতীয় মুশরিক বাহিনী দাবি করছে, তাদের হামলাতেও ২ মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন। কিন্তু স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভারতীয় মুশরিক সৈন্যরা মুজাহিদদের সন্ধান না পেয়ে এলাকায় প্রতিবাদকারী সাধারণ জনতার উপর গুলি চালাতে শুরু করে। এতে ২ জন বেসামরিক কাশ্মীরী মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়াও আন্দোলনকারী আরো ৮ বেসামরিক মুসলিম মুশরিক সৈন্যদের হামলায় আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে আলকায়েদা ভিত্তিক আনসার গাজওয়াতুল হিন্দও মুশরিক বাহিনীর উপর নিজেদের হামলা অব্যাহত রেখেছেন। রামাদানে এই হামলা আরো জোরদার করেছেন মুজাহিদিন।

ইয়ামান

বিগত ৫ বছরে তাগুত সৌদি জোটের হামলায় মানবিক বিপর্যয়ের মুখে ইয়ামান, নিহত প্রায় ২ লাখ মানুষ।

সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের হামলায় গত পাঁচ বছরে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামান। এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার বেসামরিক জনগণ।

২০১৫ সালে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ইয়ামানের বিরুদ্ধে বর্বর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করে। পরবর্তীতে সৌদি আরবের রক্ষণশীল পররাষ্ট্রনীতি উপেক্ষা করে ইয়ামানের উপর যুদ্ধমাত্রা তীব্র করেছে তাগুত মুহাম্মদ বিন সালমান। নিজেকে সৌদির শাসক হিসেবে যোগ্য প্রমাণ করতেই ইয়ামানবাসীর উপর এমন বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে গাদ্দার এমবিএস।

চলতি দশকে যুদ্ধের কারণে ইয়ামানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি গবেষণা কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে সৌদি জোটের হামলায় প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১৬ হাজার ইয়েমেনি নিহত হয়েছেন। আর পরোক্ষভাবে নিহত হয়েছেন আরো ১ লাখের বেশি। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী ও শিশু। ইয়ামানের উপর দেয়া সৌদির রপ্তানি ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন এসব মানুষ।

সৌদি আরবের বিভিন্ন সূত্র বলছে, ইয়ামানযুদ্ধে সৌদি আরব তিন কোটির বেশি ডলার ব্যয় করেছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গত পাঁচ বছরে সৌদি আরবের অস্ত্র আমদানির পরিমাণ ১৩০ শতাংশ বেড়েছে। অস্ত্র আমদানির দিক থেকে ভারতের পর সৌদি আরবের অবস্থান।'

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের উদয় হয়, দারিদ্র্যপীড়িত এই মুসলিমদের বিপুল পরিমাণ প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পর ভবিষ্যতে দেশটি কোন পর্যায়ে পৌঁছালে সৌদি আরবের এই বর্বরতার অবসান ঘটবে।

বাংলাদেশ

হিন্দুদের ১৮১২টি মন্দির সংস্কার প্রকল্প অনুমোদন দিলো তাগুত আওয়ামী সরকার, ব্যয় কয়েকশ কোটি টাকা।

ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে তাগুত আওয়ামী সরকার ভারতমাতার গোলামির একের পর এক নজির দেখিয়েই যাচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সারাদেশে ১৮১২টি মন্দিরের সংস্কার কাজে ২২৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে।

'সারা দেশে হিন্দুদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার' শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি মাসে শুরু করে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাস্তবায়ন করবে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। গত মঙ্গলবার তাগুত শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এই প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

শাম

সিরিয়ায় জিন্দিক শিয়াদের আগ্রাসন অব্যাহত, বোমা হামলায় নিহত ৪৭ বেসামরিক মুসলিম

কুফফার এমেরিকার সাথে তাল মিলিয়ে শিয়া গোষ্ঠী মুসলিমদের উপর তাদের সামগ্রিক আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। এই শিয়া সন্ত্রাসীদের বন্দুকের নল সর্বদা মুসলিমদের দিকেই তাক করা থাকে। সুযোগ পেলেই মুসলিমদের রক্ত নিয়ে মেতে উঠে বুনো উন্মাদনায়।

এই ধারাবাহিকতায় এবার সিরিয়ায় আলেপ্পোর উত্তরাঞ্চলে আফ্রিন শহরে পেট্রোল গাড়ি বোমা হামলায় নারী ও শিশুসহ ৪৭ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। গত বুধবার আল-জাজিরারসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে খবরটি উঠে আসে।

আফ্রিন শহরের জনাকীর্ণ একটি রাস্তায় বাজার ও সাধারণ মানুষকে টার্গেট করে বোমাটি বিস্ফোরণ করা হয়। হামলায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশংকা রয়েছে। হামলার সাথে শিয়া ও কুর্দিরা জড়িত রয়েছে বলে জানিয়েছে কাতার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল-জাজিরা।

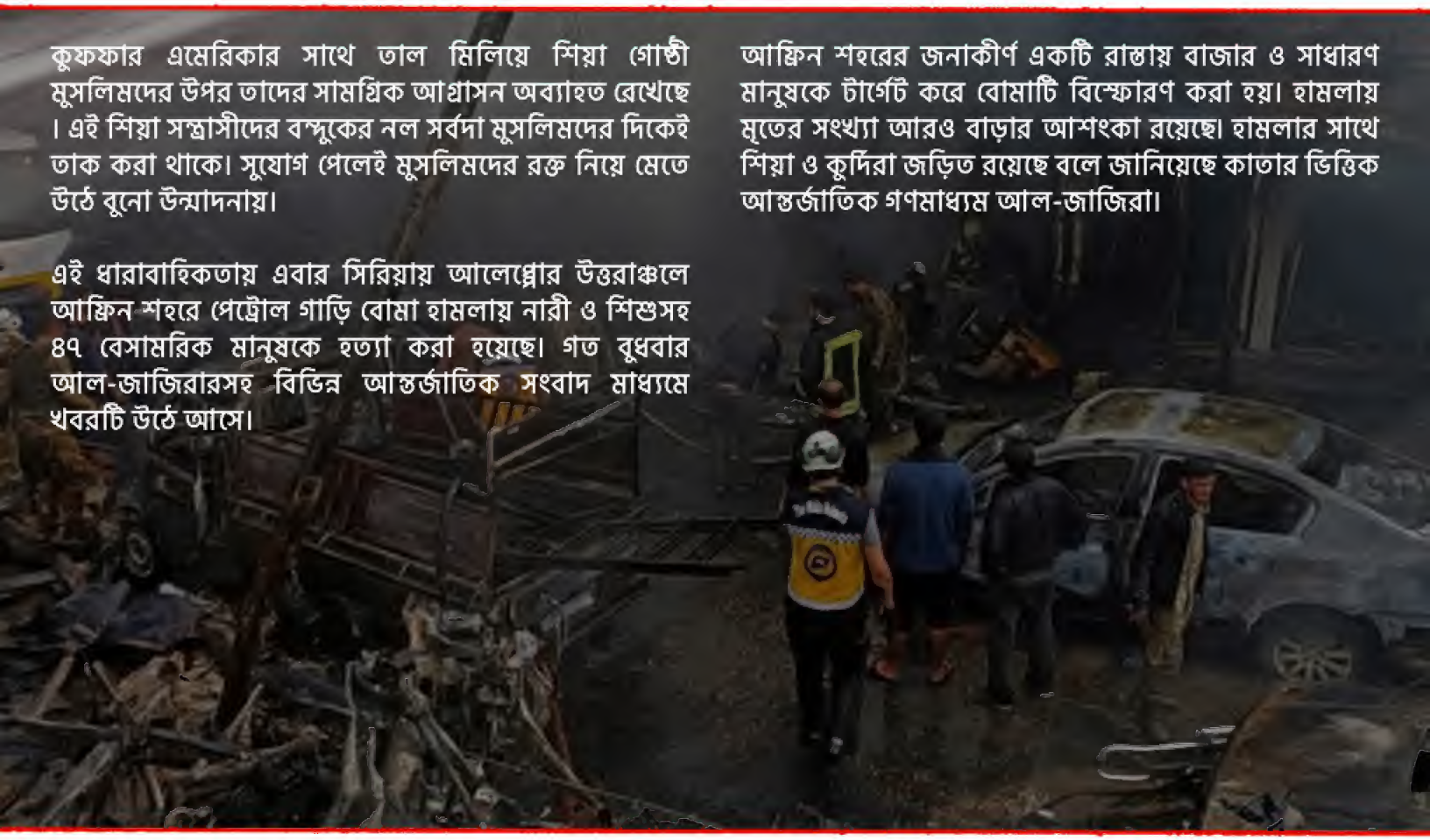

د افغانستان اسلامی امارت

খোরাসান

খোরাসানে ইসলামি ইমারত মুজাহিদিনের হামলায় নিহত ৪৮ সন্ত্রাসী সেনা, মুক্তি পেলো ৯৮ তালিবান মুজাহিদ

মুসলিম উম্মাহর জন্য একের পর এক খুশির সংবাদ বয়ে নিয়ে আসছেন খোরাসানের ইসলামি ইমারতের মুজাহিদিন। সারাবিশ্বে মুসলিম নারী-শিশু-মাজলুমদের আর্তচিৎকারে যখন ইমানদারদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত, তখন আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠেছেন তালিবান মুজাহিদিন।

আগামীতে ইসলামি ইমারতই যে আফগানে পূর্ণাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে সে বিষয়ের বাস্তব পর্যালোচনা ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধানদের তালিবানের সাথে যেচে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় এই ইঙ্গিতই মেলে।

কূটনৈতিক ও সামরিক হামলার মাধ্যমে মুজাহিদিনরা আফগান পুতুল সরকারকে কোণঠাসা করে রেখেছেন। ছাড় দেয়া হচ্ছে না কুফর জোটের মাথা এমেরিকাকেও। এরই অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে মুজাহিদিনরা মুরতাদ আফগান সরকারের বাহিনীর উপর কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসকল হামলায় নিহত হয়েছে ৪৮ মুরতাদ সেনা। মুজাহিদিনরা বেশকিছু গনিমতও অর্জন করেছেন এসব হামলার মধ্য দিয়ে।

এছাড়াও হামলা জোরদারের মাধ্যমে আফগান সরকারকে তটস্থ করে তালিবান বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য করছেন মুজাহিদিন। এই ধারাবাহিকতায় নতুনকরে ৯৮ তালেবান মুজাহিদকে মুক্তি দিয়েছে আফগান সরকার।
গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানী কাবুলের পুল-ই-চারখি কারাগার থেকে এসব বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জাভেদ ফয়সাল।

মার্কিন-তালেবান চুক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫০ তালিবান বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে আফগান সরকার, বিপরীতে ইসলামি ইমারত মুক্তি দিয়েছে ৮০ মুরতাদ বন্দীকে।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদিনের হামলায় এমেরিকার ১৩ সৈন্যসহ ৫৪ কুফফার নিহত, প্রচুর গনিমত লাভ করলেন মুজাহিদিন।

তালিবান মুজাহিদিনের মতোই আফ্রিকার বিশাল এলাকাজুড়ে নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছেন আল কায়েদা মুজাহিদিন।

বরাবরের মতোই এ সপ্তাহেও আল কায়েদা মুজাহিদিন সমগ্র আফ্রিকাজুড়ে মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কয়েকটি সফল হামলা পরিচালনা করেছেন। সোমালিয়া, কেনিয়া ও মালিতে শত্রুদের বিভিন্ন পয়েন্টে চালানো হয়েছে এসব হামলা। এতে নিহত হয়েছে ৫৪ কুফফার সন্ত্রাসী সেনা। জানা যায়, নিহতদের মধ্যে ক্রুসেডার এমেরিকার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৩ সেনাও রয়েছে। অন্য এক হামলায় ফ্রান্সের এক ক্রুসেডার সেনার নিহতের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে বার্তাসংস্থা শাহাদাহ নিউজ।

অন্যদিকে হারকাতুশ শাবাবের হাতে আটক হওয়া ইতালিয়ান ত্রাণকর্মী সিলভিয়া রোমানোকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। মুক্তির পর সিলভিয়া গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আটক অবস্থায় তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদিনের আচরণ ও আমানতদারিতায় মুগ্ধ হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে মনে করছেন মিডিয়াব্যক্তিত্বরা।